Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেবুন নেছা

রোলঃ 23090121434

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেবুন নেছা

রোলঃ 23090121434

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান-সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেবুন নেছা, আইডিঃ 23090121434 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান-সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

জেবুন নেছা

আইডিঃ 23090121434

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

২.দান ও সদকার সংজ্ঞা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : 6

৩.কুরআনে দান ও সদকার গুরুত্ব: 6

৪.হাদিসে দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত: 9

৫. দান ও সদকার প্রকারভেদ: 16

৬.দান ও সদকার আধ্যাত্মিক প্রভাব: 17

৭.সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: 19

৮.ইসলামী ইতিহাসে দান ও সদকার উদাহরণ: 21

৯.আধুনিক প্রেক্ষাপটে দান ও সদকার প্রয়োজনীয়তা: 24

১০.দানের ফযিলত ও ঘটনা: 25

১১.দানক্ষয়হীন ব্যবসা: 28

১২.দান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম: 30

১৩.দান সঠিক হওয়ার শর্ত: 32

১৪.আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফযিলত : 34

১৫.মসজিদে দান করার ফযিলত: 36

১৬.রমজানে দান করার ফযিলত : 38

১৭.কাদেরকে দান করব? 40

১৮.কী পরিমাণ দান করা যায়: 42

১৯.দান সদকা করার সময়: 43

২০.দ্বীনের কাজে অর্থ ব্যয়ের ফযিলত: 45

২১.দান সদকার অদৃশ্য প্রভাব: 48

২২.উপসংহার: 49

ভূমিকা:

মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ প্রাণী। সমাজে ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল বৈষম্য সব যুগেই বিদ্যমান। ইসলাম এ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে, যার অন্যতম প্রধান উপাদান হলো দান ও সদকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۚ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

"তোমরা যা কিছু দান করবে, আল্লাহ তা জানেন।" (সুরা বাকারাহ: ২৭৩)

দান শুধু মানবিক সাহায্য নয়; বরং এটি ঈমানের প্রমাণ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং দুনিয়া-আখিরাতের শান্তির মাধ্যম।
দান ও সদকা মানুষের দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি উপকারী মাধ্যম।তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন:" তোমরা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ।"তিনি আরো বলেছেন:"প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকা করা একান্ত জরুরি।"
মানবজীবনে দান এবং সদকা এক মহৎ ও পূণ্যকর্মের অংশ।এটি শুধুমাত্র দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করার মাধ্যম নয়,বরং এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার একটি শক্তিশালী উপায়।ইসলামে দান ও সদকার গুরুত্ব অপরিসীম।আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার দান করতে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,যারা নিজের ধন সম্পদ থেকে পরোপকারে ব্যয় করবে,তাদের জন্য আল্লাহ বিশাল প্রতিদান রেখেছেন।দান-সদকা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ,সহানুভূতি ও পরস্পরের ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সমাজের ধনী-গরীবের ব্যবধান কমিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দান একটি শুধু আর্থিক লেনদেন নয়,বরং এটি ইমানের প্রকাশ এবং মানবতার সেবা।ধন সম্পদ দান করলে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না;বরং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, আত্মার প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী জীবনে ভালো ফলপ্রসূ হয়।

২.দান ও সদকার সংজ্ঞা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

দান (ইনফাক): আরবি শব্দ "إنفاق" থেকে এসেছে, যার অর্থ ব্যয় করা। ইসলামে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ থেকে দরিদ্র, অভাবী ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাকে দান বলা হয়।

সদকা: "صدق" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সত্যনিষ্ঠা। ঈমানের সত্যতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ হিসেবে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সদকা বলা হয়।দানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত মাল সদকা করে(আল্লাহ তায়ালা হালাল অর্থাৎ পবিত্রকেই কবুল করেন)।তাহলে উক্ত সদকা সে আল্লাহর হাতে দিল।আল্লাহ তায়ালা তাকে এইভাবে লালন-পালন করেন,যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা কিংবা উটের বাচ্চা লালন-পালন কর।শেষ পর্যন্ত সেই সদকা বৃদ্ধি পেয়ে পর্বতের সমান হয়ে যায়।প্রতিদিন যাতে সূর্য উদিত হয়।দুজন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সদকা।কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সদকা।ভালো কথাও সদকা।নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সদকা।রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকা (বুখারি-২৭৮১)

দানের উদাহরণ:গরিবকে টাকা দেওয়া,অনাথদের সহায়তা করা,মসজিদ বা মাদরাসায় অনুদান দেয়া ইত্যাদি।

সদকার উদাহরণ :সদকা শুধু অর্থে সীমাবদ্ধ নয়।হাসি, ভালো আচরণ,কারো সাহায্য করা,পথ থেকে কাঁটা সরানো-এগুলোও সদকা।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -"প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা।"(সহিহ মুসলিম)

৩.কুরআনে দান ও সদকার গুরুত্ব:

কুরআনে দান ও সদকার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।এই আমলের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,পাপ

মোচন হয়,জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি মেলে এবং বিপদ-আপদ দূর হয়।কুরআনে এর বহুবিধ গুরুত্ব ও সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,
“যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যদানের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।”

مَثَلُ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِىۡ كُلِّ سُنۡۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ

[সুরা বাকারাহ: ২৬১]

দানের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তায়া’লা বলেন,“তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।আর তোমাদের প্রতি কোনরকম জুলুম করা হবেনা।”

وَ اَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّةٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَيۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمۡ وَ اٰخَرِيۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اَللّٰهُ يَعۡلَمُهُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَىۡءٍ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيۡكُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

[আনফাল-৬০]

“যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, অত:পর এ কারণে খোটা দেয়না এবং কষ্ট দেয় না,তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে।”

اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُوۡنَ مَاۤ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ

[বাকারা-২৬২]

“আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, গোপনে অথবা

প্রকাশ্যে;সেইদিন আমার আগেই যেদিন কোন কেনা-বেচার সুযোগ থাকবেনা,যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবেনা।”

قُلۡ لِّعِبَادِیَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَ یَوۡمٌ لَّا بَیۡعٌ فِیۡہِ وَ لَا خِلٰلٌ

[ইবরাহীম-৩১]

“খরচ করো আল্লাহর পথে।নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা।উত্তমরূপে নেক কাজ আনজাম দাও।এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আনজাম দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভলোবাসেন।”

وَ اَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّہۡلُکَۃِ ۚۖۛ وَ اَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ

[বাকারা-১৯৫]

“আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে;হে পরওয়ারদিগার,আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতে পারতাম।কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না।আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল।”

وَ اَنۡفِقُوۡا مِنۡ مَّا رَزَقۡنٰکُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَ اَحَدَکُمُ الۡمَوۡتُ فَیَقُوۡلَ رَبِّ لَوۡ لَاۤ اَخَّرۡتَنِیۡۤ اِلٰۤی اَجَلٍ قَرِیۡبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَکُنۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ

وَ لَنۡ یُّؤَخِّرَ اللّٰہُ نَفۡسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُہَا ؕ وَ اللّٰہُ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

[আল মুনাফিকুন-১০,১১]

“তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে।তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবেনা।”

لَیۡسَ عَلَیۡکَ ہُدٰىہُمۡ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَلِاَنۡفُسِکُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡہِ اللّٰہِ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ یُّوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

[বাকারা-২৭২]

উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে দানের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।তাই কেউ যদি তার ধন সম্পদের বরকতের আশা করে, তার উচিত সাধ্যমতো দান -সদকা করা।তা ছাড়া দান সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা পাওয়া যায়।ইখলাসের সঙ্গে দান করলে মহান আল্লাহ এর বিনিময় দুনিয়াও দেবেন, আখিরাতেও দেবেন।

দান ও সদকা পাপ মোচন করে,যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।পবিত্র কুরআনে দানকে ক্ষয়হীন ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে,যেখানে বিনিয়োগ করে সওয়াব লাভ করা যায়।দানশীলতা আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা অর্জনের মাধ্যম।দান করলে বিপদ আপদ দূর হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।তাই প্রত্যেক আদম সন্তানকে ইহজীবন শেষ হওয়ার আগেই পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা আবশ্যক।মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তার রাস্তায় বেশি বেশি দান করার তাওফীক দিন।

৪.হাদিসে দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত:

১. রাসূল ﷺ বলেছেন:

“সদকা সম্পদকে কমায় না।”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ " .

[মুসলিম, হাদিস: ২৫৮৮]

তিনি আরো বলেছেন,“কিয়ামতের দিন বান্দা তার সদকার ছায়াতেই থাকবে।”
[তিরমিজি, হাদিস: ৬০৪]

আরেক হাদিসে এসেছে,"তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, অর্ধেক খেজুর দান করেও।"
[বুখারি ও মুসলিম]

দান-সদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ।পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে দান-সদকার অনেক ফযিলতের কথা।দান করলে বিপদাপদ দূর হয়।দান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়।দান দোয়া কবুলের মাধ্যম। দান-সদকায় রুজী-রোজগারে বরকত নিয়ে আসে।দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন,এমনকি কাউকে আরো বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন।

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,-
"সর্বোত্তম সদকা সেটাই যা নিজের স্বচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়।দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম।আর (যখন অর্থব্যয় করবে) তখন তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করবে"।[মুসলিম-১০৩৪]

এ হাদিসের প্রথমাংশে একটি সেরা দানের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা।আর শেষ বাক্যটিতে রয়েছে অর্থব্যয় ও দান-সদকা বিষয়ক একটি বিশেষ নির্দেশনা।বলা হয়েছে যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত,তোমার অর্থব্যয়টা তাদের দিয়েই শুরু কর।তাদের প্রয়োজনটা আগে মেটাও।স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্ত পরিবার পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কি সদকা বলে বিবেচিত হবে?তাতে কি সওয়াব পাওয়া যাবে?রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে–

"তুমি যা কিছু ব্যয় কর সেটাই তোমার জন্য সদকা,এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুলে দাও সেটাও"।
[বুখারী-৫৩৫৪]

হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে -স্ত্রীর জন্য সে যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে,যা তার উপর আরোপিত এক অপরিহার্য দায়িত্ব,সেটাও তার জন্য সদকা।আরেক হাদিসের ভাষ্য আরও পরিষ্কার আরোও আলো ছড়ানো।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায়(জিহাদে) ব্যয় করেছ,একটি দিনার তুমি কোনো মিসকিনকে সদকা করেছ,আরেকটি দিনার তু্মি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে,যা তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।”[মুসলিম-৯৯৫]

আলোচ্য হাদিসটিতে সেরা দানের পরিচয়ে বলা হয়েছে নিজের সচ্ছলতা ঠিক রেখে যে দান করা হয় সেটাই সেরা দান।প্রথম কথা হলো, নিজের পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটার সওয়াবই সবচেয়ে বেশি।এটাও এক প্রকরা সদকা একপ্রকার দান।এটা যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকেই আরোপিত এক দায়িত্ব,যা অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই,সঙ্গত কারণেই তাতে সওয়াব বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।আর পরিবার ও অধীনস্তদের বাইরে যখন কাউকে দানের প্রসঙ্গ আসে তখন ততটুকুই দান করো,যেন তোমার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে, তোমার অধীনস্তদের ভরণপোষণে ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে তুমি আবার অপারগ হয়ে না বসে থাক।

হযরত জাবের (রা:)থেকে বর্ণিত একটি হাদিস--“একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।একলোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বললো,ইয়া রাসূলুল্লাহ!খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি।এটি ছাড়া আমার আর কিছু নেই।আপনি এটি গ্রহণ করুন।এটি সদকা।”

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।লোকটি তখন ডানদিক থেকে এসে একই কথা বলল।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল।এবার সে বামদিক থেকে এল।এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে

নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন।যদি তার গায়ে লাগত,তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত।এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

“তোমাদের কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে-এটা সদকা।এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে।সর্বোত্তম সদকাতো সেটাই,যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়।”[আবু দাউদ:১৬৭৫]

দান-সদকা আমাদের পবিত্রে ধর্মে অত্যন্ত ফযিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ আমল।কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিক তার সীমা লঙ্ঘিত না হয়,নিজের পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদী মেটানোর দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয়,ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়।কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নির্দেশনা-

“(দান না করে)তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখোনা,আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিওনা।অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।”
قُلۡ اِنۡ تُخۡفُوۡا مَا فِیۡ صُدُوۡرِكُمۡ اَوۡ تُبۡدُوۡهُ یَعۡلَمۡهُ اللّٰهُ ؕ وَ یَعۡلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

[ইমরান-২৯]

প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো।এরপর যদি কিছু সম্পদ থেকে যায়,সেখান থেকে দান করো অভাবী অসহায়দের,শরীক থাক কল্যাণকর কাজে। মনে রাখতে হবে নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্য কিছুতেই ফরয ও অবধারিত হক লঙ্ঘন করা যাবে না।ভারসাম্যের এ পথে যে দান,সেটাই সেরা দান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:)থেকে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ!কোন সদকা সবার সেরা?রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

“অর্থসম্পদ যার কম,যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে(সেটাই সর্বোত্তম সদকা)।আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো।
[আবু দাউদ:১৬৭৯]

একজন ধনী লোক নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রেখেও চাইলে অনেক টাকা দান করতে পারবে।এতে তাকে কোনো সংকটের মুখে পড়তে হবেনা।কিন্তু একজন অসচ্ছল মানুষ নিজের অবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোই যার জন্য কষ্টকর,অল্প পরিমাণে দান করাও তার জন্যও কষ্টকর।নিজের প্রয়োজনই যেখানে মেটেনা,সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটানোর এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ নয়।এর পরও যখন অসচ্ছল কোনো ব্যক্তি দান করে,পরিমাণে তা যত অল্পই হোক,ইখলাছ ও আন্তরিকতার মিশেলে তা আল্লাহর দরবারে অনেক মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।
হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস,এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল,ইয়া রাসূলুল্লাহ!কোন সদকায় বেশি সওয়াব হবে?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন

“যখন তুমি সুস্থ সবল,তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ,অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে,তুমি সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখ, এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্য অধিক কল্যাণ বয়ে আনবে)।তুমি অতটা বিলম্ব করোনা যে,তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তুমি তখন বলতে থাকলে-এটা অমুকের,ওটা অমুকের।শোনো এটাতে তখন অন্যদেরই হয়ে যায়।”
[মুসলিম-১০৩২]

অনেক সময় দেখা যায় মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়।একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোন আশা আর থাকেনা, তখনও সে সম্পদ গরীবদের দান করে দিতে চায়।সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ নিজের সম্পদ ইচ্ছামতো দান

করতে পারে।কিন্তু যদি মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য ওসিয়ত করে যেতে চায়,তবে তা অবশ্যই রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।বাকিটা ওয়ারিশদের।এই হাদিসের মূল মর্ম এটাই- দান যা করতে চাও,সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেই করে নাও। মৃত্যু যখন তোমার দুয়ারে কড়া নাড়বে,তখন এটা ওটা দান করার ওসিয়ত করতে থাকবে- এমনটা করার খুব সুযোগ নেই।

মানুষ যতদিন সুস্থ সবল থাকে,দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে।একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে।অভাবের মুখে পড়ার আশংকাও উঁকি দেয়।আর শয়তানতো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

“শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের আদেশ করে।”

اَلشَّيۡطٰنُ يَعِدُكُمُ الۡفَقۡرَ وَ يَاۡمُرُكُمۡ بِالۡفَحۡشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمۡ مَّغۡفِرَۃً مِّنۡهُ وَ فَضۡلًا ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ

[বাকারা-২৬৮]

অভাব ও দরিদ্রতার এ ভয় ও আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে,সম্পদের প্রতি স্বভাবজাত লোভ ও কার্পণ্যকে জয় করে যারা সম্পদ দান করতে পারে,সন্দেহ নেই, এজন্য নিজেদের মনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয় অবিরাম।আর কষ্ট যেখানে বেশি তা যদি সঠিক পন্থায় হয়,কেষ্টও সেখানে বেশি। সওয়াব *ও প্রতিদানে* সেটাই হবে সেরা।

রোজ হাশরে সূর্য যখন থাকবে খুব কাছাকাছি, তাপে আর তৃষ্ণায় মানুষ থাকবে অস্থির।হাদিসের ভাষ্যানুসারে,কঠিন সেই মূহুর্তে সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দ্বারায় আশ্রয় দেবেন।তাদের অন্যতম–

“এমন ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান করে, তার ডান হাতের দান বাম হাতও জানতে পারেনা।”[বুখারী-১৪২৩]

গোপন দানে ইখলাছ, আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি থাকাই স্বাভাবিক।আর আল্লাহ তায়ালা এ ইখলাছকেই মূল্যায়ন করেন।অবশ্যই গোপন

দানের কথা শুনে প্রকাশ্য দানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।নিয়ত ও ইখলাছে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে,তবে প্রকাশ্য দানে উন্মোচিত হতে পারে কল্যাণের আরেক দুয়ার। কারও দান দেখে যদি কেউ উৎসাহিত হয় আর সে ব্যক্তিও পরে দান করে,তবে ২য় ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যোগ হবে প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়।নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

"মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, এরপর তা অন্যদের আমলে পরিণত হয়,এ আমলকারীরা সকলে মিলে যে সওয়াব পাবে এর সমপরিমাণ সওয়াব সূচনাকারীর জন্যও লিখে দেওয়া হবে,তবে তাদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণ ও কমবে না।" [মুসলিম-১০১৭]

আবু উমামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আদম সন্তান,যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ খরচ কর তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।আর যদি তা সঞ্চয় করে রাখ তাহলে তা হবে তোমার জন্য অকল্যাণকর।তবে হ্যাঁ,তোমার জীবন ধারণের নূন্যতম সম্পদের জন্যে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না।এ খরচের সূচনা করো তোমার পরিবার থেকেই।"

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম, এবং মানুষের নিকটতম হয়ে থাকে।আর দোযখ থেকে দূরে থাকে।পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ থেকে দূরে,মানুষ থেকে দূরে,দোযখের নিকটে।অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়।"

এই তো ইসলাম।একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আঁচল ভরে নেয়ার সুযোগ।দান সদকার ক্ষেত্রে আমাদের ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবে।

৫. দান ও সদকার প্রকারভেদ:

কুরআন ও হাদিসে দান সদকার ব্যপারে অসংখ্য নির্দেশনা ও উপদেশ রয়েছে।দান ও সদকা মানুষের মধ্যে মানবিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দান ও সদকার প্রকারভেদ বর্ণনা করা হলো।

১.ফরজ দান:এটি বাধ্যতামূলক দান,যা প্রতিটি মুসলমানের উপর আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন।যেমন:
ক)যাকাত:যাকাত ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি।নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ এক বছর পর্যন্ত কারো নিকটে থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়।সাধারণত নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর ২.৫%হারে যাকাত দিতে হয়।কুরআনে বলা হয়েছে-

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত নাও,যার দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে।"
خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ
[আত তাওবা:১০৩]

খ)ফিতরার দান:রমজান মাসের শেষে ঈদুল ফিতরের আগে এ দান ফরয করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমান নিজের ও নির্ভরশীলদের পক্ষ থেকে এটি আদায় করে।এটি দরিদ্রদের ঈদের দিনে আনন্দ ভাগাভাগি করতে সহায়তা করে।

২.ওয়াজিব দান:এটি ফরযের পরের স্তর।যেমন মানত পূরণ করা।বিপদে পতিত হলে,অসুস্থতায়, আশা পূরণ হওয়া বা হারানো কিছু ফিরে পাওয়ার জন্য যে মানত করা হয়;উদ্দেশ্য পূরন হয়ে গেলে তা নিয়ত অনুযায়ী দান সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।ইহাই মানত পূরণ।
৩.নফল বা সেচ্ছা দান:এটি ফরয নয়,কিন্তু অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।যে কোনো সময়,যে কোনো পরিমাণে দান করা যায়।

ক)সাধারণ সদকা:দরিদ্র এতিম,বিধবা, অসহায়,ছাত্র বা বিপদগ্রস্থ কাউকে সাহায্য করা। অর্থ,খাদ্য,বস্ত্র,আশ্রয় বা অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করাকে বোঝায়।
খ)চলমান সদকা(সদকায়ে জারিয়া):
এটি এমন দান যার সুফল দীর্ঘদিন ধরে অন্যরা পায় এবং দাতার জন্যও মৃত্যুর পর সওয়াব অব্যাহত থাকে।যেমন:মসজিদ,মাদরাসা বা কূপ খনন করা,দরিদ্রদের জন্য বাড়ি বা হাসপাতাল নির্মাণ,শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা,বৃক্ষরোপন করা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া–সদকায়ে জারিয়া,উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"
[সহীহ মুসলিম]

৪.কাফফারা বা ক্ষতিপূরণের দান:
কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পাপ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দান করতে হয়।যেমন:রোযা ভঙ্গ করা,কসম ভঙ্গ করা,হজ্জ বা নামাজে কোনো ভুল করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

৬.দান ও সদকার আধ্যাত্মিক প্রভাব:

দান ও সদকার আধ্যাত্মিক প্রভাব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, মানসিক প্রশান্তি লাভ,বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত লাভ করা।দানের মাধ্যমে অন্তর প্রশস্ত হয়,পাপ মোচন হয় এবং ফেরেশতাদের দোয়া লাভ করা যায়।

দান ও সদকার আধ্যাত্মিক প্রভাবসমূহ:
১)আল্লাহর নৈকট্য লাভ:এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম এবং ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২)মানসিক প্রশান্তি ও প্রশস্ততা:দান-সদকা মানুষের অন্তরকে প্রশান্ত করে এবং মনকে প্রশস্ত করে তোলে। ইমাম ইবনে কায়্যিম এর একটি সুপরিচিত উক্তি হলো-

দান সদকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে কবরের উত্তাপ থেকে শীতলতা এনে দেয়।

৩)বিপদ ও বালা মুসিবত থেকে রক্ষা:হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সদকা করে,আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন।এটি অদৃশ্যভাবে বালা-মুসিবতকে দূরে ঠেলে দেয়।যারা মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য একনিষ্ঠভাবে দান করেন,মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে বিপদমুক্ত রাখেন আর আখিরাতকে সাজিয়ে দেন।

৪)গুনাহ মাপ ও পরকালীন মুক্তি :দান সদকার মাধ্যমে গুনাহ মাপ হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রশমিত হয়।এই দান জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে এবং সদকা হিসাবের কঠিন দিনে মুক্তি পাওয়ার উছিলা হতে পারে।সদকা গুনাহ মুছে দেয়,যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।

৫) সম্পদে বরকত:দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বরকত হয়।দান-সদকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্রও হয়।

৬) মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি :দান দাতার ইহকালীন ও পরকালীন সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করে। সদকা মানুষকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।একজন জাহেল ব্যক্তিও দান সদকা করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে একজন আবেদের চেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করে।

৭)আত্মার পূর্ণতা:দানকে আত্মার একটি সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা হিসেবে দেখা হয়,যা ঐশ্বরিক গুনাবলীর প্রতিফলন ঘটায়।আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিকটাত্মীয় কিংবা অচেনা গরীব,বিধবা,অসহায় যাদের দান করা হোক না কেন আত্মা পরিতৃপ্ত হয়।

দানের পদ্ধতি ও নীতি:

*গোপনে দান করা:লোক দেখানো দান বা প্রদর্শনীমূলক দানের চেয়ে গোপনে দান করা উত্তম,যা ব্যক্তিকে অহংকার ও গর্ব থেকে রক্ষা করে।

*একনিষ্ঠতা:একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা উচিত,অন্যকোনো উদ্দেশ্যে দান-সদকা করা উচিত নয়।

৭.সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব:

দান ও সদকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক।সামাজিক ক্ষেত্রে এটি সমাজে শান্তি, ঐক্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং অভাবীদের সাহায্য করে। অর্থনৈতিকভাবে এটি সম্পদকে ধনী থেকে গরিবের মধ্যে সঞ্চালিত করে,অর্থনৈতিক মন্দা রোধ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

সামাজিক প্রভাব:

★ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি:দান ও সদকা সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা, ঐক্য এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধিতে সহায়ক।দান সদকা সমাজে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখে।এটি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ সৃষ্টি করে। যা মানুষকে সুসংহত করে।

★দারিদ্র বিমোচন:দান-সদকা সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সাহায্য করে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে।ফলে সমাজে দরিদ্র ও অভাবের মাত্রা হ্রাস পায়।অভাবী ও দুস্থ মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন-খদ্য,বস্ত্র,আশ্রয়,চিকিৎসা পূরণে সহায়তা করে।

★সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন:দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো অনুদানের মাধ্যমে সম্প্রদায়কে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।যেমন নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা

★অপরাধ হ্রাস:দান সদকার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ যখন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়,তখন তারা জীবিকার জন্য অপরাধের পথে হাঁটেনা।ফলে সমাজে চুরি,ছিনতাই ও সহিংসতা কমে আসে।

★মানসিক সম্পর্ক বৃদ্ধি :যখন ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের পাশে দাঁড়ায়, তখন সমাজে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানবিকতা বৃদ্ধি পায়।এতে শ্রেণি বৈষম্য কমে এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

★সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা:দান সদকা সমাজে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখে। এটি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে।ঐক্য এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রভাব:

★সম্পদের সুষম বন্টন:দান-সদকার মাধ্যমে সমাজে সম্পদ শুধু ধনী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না,বরং তা দরিদ্রদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে।এতে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায়।

★অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি :ধনীরা যখন দান করেন,সেই অর্থ দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয়,যা ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায় এবং বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়িয়ে অর্থনীতি সক্রিয় রাখে।

★উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি :দান-সদকার অর্থে দরিদ্র মানুষ শিক্ষা-চিকিৎসা বা ছোটখাটো ব্যবসায় উদ্যোগ নিতে পারে।এতে তাদের জীবনে আত্মনির্ভরশীলতা আসে এবং সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

★দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন:দান-সদকার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করলে একটি দেশের মানবসম্পদ উন্নত হয়,যা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

★সম্পদ পবিত্রকরণ ও বৃদ্ধি:
দান-সদকা সম্পদকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে এবং এর মাধ্যমে রিজিক বা আয় বৃদ্ধি পায়।

★অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা :এটি সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অর্থের প্রবাহ বাড়ায়,যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।অর্থনীতিতে চাহিদা তৈরি করে এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা দূর করে।

৮.ইসলামী ইতিহাসে দান ও সদকার উদাহরণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণের (রহ) ভূমিকা দুনিয়ার ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।তারা আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে মালের ও জানের কোরবানী পেশের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।তাদের এই ভূমিকার জন্য স্বয়ং মহান আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন-“তাদের প্রতি আল্লাহ খুশি হয়েছেন আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি খুশি হয়েছে।”

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা:এর ভূমিকা:
শেষ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের ঘোষণার সাথে সাথেই যিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন তিনি হলেন উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা:।তিনি বুঝেছিলেন যে আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবুওয়াতের যে বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব পালন করতে অর্থের প্রয়োজন হবে।তাই তিনি ঈমানের ঘোষণার সাথে সাথে নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাসূলের হাতে সোপর্দ করে দিলেন।ঐ সময় তিনি মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন।তাঁর সমস্ত সম্পদই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও দাওয়াত কবুলকারী বিপন্ন লোকদের পেছনে নি:শেষ করেন।

হযরত আবু বকর রা: এর ভূমিকা:

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা: রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাক্কী জিন্দেগীতে আল্লার দ্বীনের জন্য, দবীন কবুলকারী দুঃস্থ,অসহায় ক্রীতদাস শ্রেণির লোকদের আযাদ করার জন্য যেমন তিনি অর্থ ব্যয় করেছেন *তেমনি মদীনার জীবনে* আল্লাহ র রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সবর্স্ব আল্লার রাসূলের হাতে তুলে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্যঘোষণা দিলেন, আবু বকর রাঃ এর নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলামের জন্য তিনি তার সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। কুরাইশদের যে সব দাস- দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নিযার্তিত হচ্ছিল এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস দাসী খরিদ করে আযাদ করে দেন। তাবুক অভিযানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে তিনি বাড়ীতে যাকিছু অর্থ সম্পদ ছিল সবই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তুলে দেন। তিনি দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব সম্পদ ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা: এর ভূমিকা:

জিহাদের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোরবানীর ক্ষেত্রে হযরত উমর রা: ছিলেন অগ্রগামী।ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও এর বিজয়ের জন্য তাঁর বীরত্ব যেমন ইতিহাসের পাতায় প্রাজ্জ্বল হয়ে আছে-তেমনি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ব্যাপারে তিনি সবসময়ই প্রতিযোগিতা করতেন।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত উমর রা: তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে তুলে দেন।দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবীগণের দান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হযরত উসমান রা: এর ভূমিকা

হযরত উসমান রাঃ ছিলেন কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি।তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম ধর্নাঢ্য ব্যক্তি।ইসলামী আন্দোলনের জন্য হযরত উসমান রা: এর অবদান মুসলিম জাতি কোনোদিন ভুলতে পারবে না।ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন,অন্যকোনো ধর্নাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোনো নজির নেই।তাবুক যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ সেন্যের যাবতীয় ব্যয় ভার উসমান নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড় নয়শত উটও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। তাবুকের প্রস্তুতির জন্যউসমান রাঃ কোচরে করে একহাজার দিনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঢেলে দেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশিতে দিনারগুলো উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন,আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে তিনি প্রাণ খুলে অর্থ প্রদান করতেন।একটি বর্ণনায় এসেছে,তাবুকের যুদ্ধে তার দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগের পিছনের সকল গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেন এবং তাকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ:

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা: ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।আল্লাহর পথে দান করতে তিনি কখনো কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি তাবুকের অভিযানে তিনি আট হাজার দিনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়।তারা বলতে থাকে,“সে একজন রিয়াকার।লোক দেখনোই তার উদ্দেশ্য।”তার জবাবে আল্লাহ বলেন,“এতো সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।”

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

[সূরা তওবা-৭১]

দ্বীনের জন্য দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য মুহাজির ও আনসার সকলেই জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দেন।এ ব্যাপারে তাদের কোন আক্ষেপতো ছিলোই না বরং এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতা ছিল ঈর্ষা করার মতো নজিরবিহীন।

৯.আধুনিক প্রেক্ষাপটে দান ও সদকার প্রয়োজনীয়তা:

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানান সামাজিক সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে।এসব সমস্যার সমাধানে দান ও সদকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমত,দান ও সদকা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।সমাজের ধনী গরীবের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে,তা দানের মাধ্যমে কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব।এতে মানুষ পারস্পরিক সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত,দান মানুষের নৈতিকতা ও মানবিক চেতনা জাগ্রত করে।দান ও সদকা মানুষকে স্বার্থপরতা থেকে দূরে রেখে পরোপকারের মানসিকতা গড়ে তোলে।এতে সমাজে সহযোগিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত, আধুনিক যুগে দান মানবিক সংকট মোকাবিলায় অপরিহার্য।যুদ্ধ, মহামারি,জলবায়ু পরিবর্তন বা শরণার্থী সমস্যার মতো বৈশ্বিক সংকটে দান ও মানবিক সহায়তা ছাড়া টেকসই সমাধান সম্ভব নয়।

চতুর্থত,দান শুধু করুণা নয়,বরং এটি দরিদ্র বিমোচনের কার্যকর মাধ্যম।আজকের বিশ্বে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ ও সদকার মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।এর ফলে একদিকে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে,অন্যদিকে রাষ্ট্রের উপর চাপও কমছে।

পঞ্চমত,প্রাকৃতিক দুর্যোগ,যুদ্ধ, মহামারি বা অর্থনৈতিক মন্দার সময় দান ও সদকার গুরুত্ব আরোও বেড়ে যায়।করোনা মহামারির সময় আমরা দেখেছি,অসংখ্য মানুষ

স্বেচ্ছাসেবী ভাবে খাদ্য,ওষুধ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে দান ও সদকা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়,বরং এটি মানবসভ্যতার টিকে থাকার অন্যতম মূলভিত্তি। এটি মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে,সমাজে সহাবস্থান ও ন্যায্যতার বোধ জাগ্রত করে।দান মানে শুধু অর্থ প্রদান নয়,এতে সময়, শ্রম,জ্ঞান ও ভালোবাসা দানও অন্তর্ভুক্ত।আধুনিক সমাজে যেখানে বৈষম্য, দারিদ্র,আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানসিক অশান্তি বেড়ে চলছে,সেখানে দান ও সদকার গুরুত্ব আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন ‘সেভ দ্য চিলড্রেন ’তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে,যা দানের মাধ্যমে সম্ভব হয়।শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়ন করতে দান সাহায্য করে,যা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে অবদান রাখে।

দান শুধু ব্যক্তিগতভাবেই সাহায্য করে না,বরং এটি সামাজিক নীতি ও কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে।যেমন:শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে দান করা যেতে পারে।

১০.দানের ফযিলত ও ঘটনা:

আল্লাহর নবী ও গোটা দুনিয়ার বাদশাহ হযরত সুলাইমান আ: এর যুগে দান করলে যে বালা মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায় সেরকম একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে ছিল একটি গাছ।সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা।সেই বাসায় পাখিটি যখনই ডিম দিত তখনই লোকটি তা নিয়ে খেয়ে ফেলত।লোকটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাখিটি হযরত সুলাইমান আ: এর নিকট অভিযোগ

করল।সুলাইমান আ: লোকটিকে ডেকে নিষেধ করে বললেন,আর কোন দিন যেন এ পাখির ডিম সে না খায়।হযরত সুলাইমান আ: এর নিষেধ অমান্য করে লোকটি আবারো পাখির ডিম খেয়ে ফেলল।নিরুপায় হয়ে পাখিটি পুনরায় সুলাইমান আ: এর কাছে অভিযোগ করল।

হযরত সুলাইমান আ: এক জিনকে নির্দেশ দিলেন-লোকটি এবার যখন গাছে চড়বে,তখন খুব জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে যেন নিচে ফেলে দেয়,যাতে লোকটি আর কোনও দিন গাছে চড়তে না পারে।এরপর একদিন লোকটি পাখির ডিমের জন্য গাছে উঠতে যাবে,এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দিল-বাবা! কিছু ভিক্ষা দিন।তখন লোকটি প্রথমে ভিক্ষুককে একমুষ্টি খাবার দান করল।তারপর শান্ত মনে গাছ থেকে ডিম নামিয়ে খেয়ে ফেলল।পাখিটি আবার সুলাইমান আ: এর কাছে অভিযোগ করল।সুলাইমান আ: সেই জিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,তুমি নির্দেশ পালন করলে না কেন?তখন জিন জবাব দিল,আমি আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

এমন সময় পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুজন ফেরেশতা এসে আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিল।হযরত সুলাইমান আ: বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন,জিনটি বলল আমি দেখলাম,লোকটি গাছে উঠার আগে এক ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল।সম্ভবত এর বরকতে আল্লাহপাক তাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।হযরত সুলাইমান আ: বললেন,হ্যাঁ সদকা বালা মুসিবত দূর করে।এ কারণেই সে তখন মহাবিপদ থেকে বেঁচে গেছে।[তাজকিবাতুল আম্বিয়া]

সর্বোপরি দানে রোগ,বালা-মুসিবত থেকে বেঁচে থাকা যায়,হযরত আনাস রা: থেকে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,“ তোমরা অধিক হারে সদকা করো।কেননা বালা-মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।”[বায়হাকি-৮০৮৩]

এবার দানে সম্পদ বাড়ে এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করবো হযরত আবু বকর রা: এর খিলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়।খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে

পড়ে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।সেই সময় হযরত ওসমান রা: এর প্রায় এক হাজার মণ গমের একটি চালান বিদেশ হতে মদীনায় পৌঁছালো।শহরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী হযরত উসমান রা: এর কাছে এলেন।তারা তার সমস্ত গমের চালান ৫০% লাভে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন।সেই সাথে তারা এটাও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে,তারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এই গম ক্রয় করতে চান।

হযরত উসমান রা: বললেন,"তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পারো,তবে আমি দিতে পারি।কেননা অন্য একজন আমাকে সাতশত গুন লাভ দিতে চেয়েছেন।"

ব্যবসায়ীরা বললো,"বলেন কি? চালান মদীনায় আসার পর তো আমরাই প্রথম এলাম আপনার কাছে।সাতশ গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিয়েছেন?"

হযরত উসমান রা: বললেন," এই প্রস্তাব আমি পেয়েছি আল্লাহর কাচ থেকে।আমি এই চালানের সমস্ত গম বিনামূল্যে গরীবদের মাঝে বিতরণ করবো।এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে সাতশ গুণ পূণ্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"
তখন হযরত উসমান রা: কুরআনে বর্ণিত সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াত স্মরণ করিয়ে দেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-" মানুষ বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার।যা খেয়ে শেষ করেছে,যা পরিধান করে নষ্ট করেছ এবং যা দান করে জমা করেছে তাই শুধু তার।আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে।"[মুসলিম]

আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন।তাদের একজন দানকারীর জন্য দুআ করে বলেন-"হে আল্লাহ দানকারীর মালে বিনিময় দান করো।(বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি করো)।" আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদোয়া করে বলেন-"হে আল্লাহ কৃপণের মালে ধ্বংস দাও।"[বুখারি ও মুসলিম]

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনুগ্রহসরূপ প্রাপ্ত অর্থ -সম্পদ একজন আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে।দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহপাক আমাদের চিত্তকে উদার করে দিন এবং আমাদের দানগুলো কবুল করে নিন।আমীন।

১১.দানক্ষয়হীন ব্যবসা:

দানকে ক্ষয়হীন ব্যবসা বরা হয় কারণ এতে বিনিয়োগের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়,যা পার্থিব ব্যবসার চেয়েও লাভজনক।মানুষ সাধারণত ব্যবসা করে লাভের আশায়।কেউ টাকা পয়সার ব্যবসা করে,কেউ পণ্যের,আবার কেউ সেবার ব্যবসা করে।কিন্তু এমন এক ব্যবসা আছে যেখানে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই-বরং লাভ হয় পৃথিবীতেও, পরকালেও।সেই ব্যবসার নাম দান বা সদকা।

দানের মাধ্যমে ক্ষয়হীন ব্যবসার ধারণা:

★বিনিয়োগ ও প্রতিদান:দুনিয়ার ব্যবসায় যেমন পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভ হয়,তেমনি দানও এক ধরণের বিনিয়োগ।তবে এই বিনিয়োগের প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা বহুগুণে ফিরিয়ে দেন।

★ আখিরাতের নিশ্চয়তা:পার্থিব ব্যবসায় ঝুঁকি থাকলেও, আল্লাহর জন্য করা এই বিনিয়োগের কোন ক্ষয় নেই।এতে ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

★ক্ষয়হীনতার কারণ:দান শুধু একটি আর্থিক লাভই নয়,বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক লাভও।দানের মাধ্যমে পাপ মোচন হয় এবং ফেরেশতারাও দানকারীর জন্য দোয়া করেন,যা সম্পদ বৃদ্ধি করে।

★আল্লাহর সন্তুষ্টি:ইখলাসের সাথে(আন্তরিকভবে)দান করলে আল্লাহ এর বিনিময় দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে প্রদান করেন।অর্থাৎ দানের প্রতিদান কখনো ক্ষয় হয় না। বাড়তে থাকে বহুগুণে।

★দান হৃদয়কে কোমল করে:যখন কেউ নিজের অর্জিত জিনিস অন্যকে দেয়,তখন তার মধ্যে উদারতা,সহানুভূতি ও পরোপকারের গুণ তৈরি হয়।এটি মানুষকে সত্যিকারের সুখ দেয়।

★দান সমতা ও শান্তি আনে:দানে সমাজে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে,মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।ফলে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
★দান পরকালের পাথেয়:রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়,তবে তিনটি জিনিস চলমান থাকে-

১)সদকায়ে জারিয়া
২)উপকারী জ্ঞান
৩)নেক সন্তান,যে তার জন্য দোয়া করে।
অর্থাৎ দান এমন একটি বিনিয়োগ, যার লাভ মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।
ধনীদের সম্পদের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনগ্রসর বান্দাদের হক রেখে দিয়েছেন।যারা সেই হকগুলো আদায় করতে পারে,তাদের জন্য সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনে।পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -"আর আমরা তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে,তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিমাণ।"

الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

[সূরা রাদ-২২]

তাই কেউ যদি তার ধন সম্পদকে ক্ষয়হীন করতে চায়, তার উচিত সাধ্যমতো দান-সদকা করা।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন।এর মধ্যে একজন হলো ওই ব্যক্তি, যিনি এমনভাবে দান করেন যে দাতা ও বাহক ছাড়া অন্য কেউ তার খোঁজ পায় না।"[তিরমিজি:২৫৬৮]

কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দান-সদকাকে ক্ষয়হীন ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন।ব্যবসায় যেমন বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া যায়,তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকাও এক ধরণের বিনিয়োগ,যার প্রতিদান মানুষকে

বহুগুণে ফেরত দেওয়া হবে।তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা,যেনো এই ক্ষয়হীন ব্যবসার অংশীদার হওয়া যায়।

১২.দান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম:

مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر

[সূরা বাকারা-২৬৫]
আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে(আল্লাহর রাস্তায়)তাদের দৃষ্টান্ত সেই বাগানের ন্যায় যা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত;তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।ফলে তাতে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয়;আর যদি তাতে বৃষ্টি নাও হয় তবে-শিশির বিন্দুই (হালকা বৃষ্টি) যথেষ্ট। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলীকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন(কোনো কিছুই তার কাছে গোপন নয়)।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দান করার বিষয়ে দুটি কথা বলেছেন।একটি হলো তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করা।আর দ্বিতীয়টি হলো নিজেদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করার জন্য দান করা।যারা এ দুটি উপায়ে দান করবে তাদের সম্পদের বরকত ও ফজিলতের উদাহরণ তুলে ধরেছেন এ আয়াতে কারিমায়।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।আল্লাহর পথে যারা দান করে তাদের শুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন।যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন একটি বাগানের ন্যায়;যে বাগানটি উঁচু ও উৎকৃষ্ট ভূমিতে অবস্থিত।

তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে বাগানের মালিক দ্বিগুণ ফল লাভ করে।আর যদি মুষলধারে বৃষ্টিপাত নাও হয় বা হালকা বৃষ্টি হয় বা শিশির বিন্দুর কারণেও বাগানের মালিক ফল লাভ করে।

যখন কোনো মানুষ ইখলাস বা আন্তরিকতা নিয়ে তথা এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে তবে কিয়ামতের দিন অবশ্যই সে তার ফল ভোগ করবে।আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্য আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন যে,“ নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না।”

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন-“তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যা কিছু নেক কাজ করবে তার বিনিময় আল্লাহর কাছে তোমরা যা পাবে তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরষ্কার হিসেবে উত্তম।”

সুতরাং আল্লাহর পথে দান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান কল্যাণকামী মনের একান্ত কর্তব্য।আর আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে মানুষ মনের রোগ হতে মুক্ত থাকে।মনের পবিত্রতা অর্জন করে থাকে।এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন-
“(হে রাসূল!)আপনি মুসলমানদের (ধন-সম্পদ)থেকে সদকা গ্রহণ করুন।এ সদকা তাদেরকে পবিত্র করবে,তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করবে এবং আপনি তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন।নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হবে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের হৃদয় -মনকে পবিত্র ও শক্তিশালী করার জন্য দান করার তাওফিক দান করুন।

দান এমনভাবে করা উচিত যেন এর বিনিময়ে পৃথিবীর প্রশংসা নয়;বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে পুরষ্কার পাওয়া যায়।দান শুধু আর্থিক সহযোগিতা নয়,এটি আত্মিক পরিশুদ্ধিরও উপায়।নিঃস্বার্থ দান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

দান এমন এক কর্ম যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে,সমাজে শান্তি আনে এবং আখিরাতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে,যদি দানের উদ্দেশ্য হয় একমাত্র পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট লাভ করা।

১৩.দান সঠিক হওয়ার শর্ত:

দান করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম, এতে কারো দ্বিমত নেই।কিন্তু এ সদকা সঠিক হওয়া ও এটিকে উপাসনায় পরিণত করার জন্য যে দুটি পূর্ব শর্ত রয়েছে,সে সম্পর্কে অনেকেরই জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার ফযিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,তা বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন তিনি বলেছেন–

আল্লাহ তায়ালা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে।অতঃপর তাতে আল্লাহ তায়ালা পর্বত সৃষ্টি করলে তা স্থির হয়ে যায়।তা দেখে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,প্রভু হে!পর্বতের চেয়ে শক্তিশালী তোমার কোনো সৃষ্টি আছে কি?আল্লাহ বললেন,হ্যাঁ,এর চেয়ে শক্তিশালী হলো লোহা।তারা বললেন,লোহার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু আছে কি প্রভু?আল্লাহ বললেন,হ্যাঁ,তা হলো আগুন।তারা বললেন, হে প্রভু!আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি?আল্লাহ বললেন হ্যাঁ,আগুনের চেয়ে শক্তিশালী হলো বাতাস।তারা বললেন,হে প্রভু! বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন,হ্যাঁ, আদম সন্তান উদার চিত্তে যে দান করে তা(বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে) বাতাসের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।

প্রথম শর্ত:সদকা স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যে অবস্থায় করা হোক না কেন তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হতে হবে।কোনো প্রকার লোক দেখানো ভাব থেকে তা মুক্ত হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত:উপরে বর্ণিত হাদিসের মর্মানুযায়ী যে স্থানের নামে সদকা করা হয়েছে সে স্থানটি শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য স্থান হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে।

এ দুটি শর্তের আলোকে বলা যায়, কেউ যদি সদকা করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি সামান্যতম লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে,তবে এতে সে ব্যক্তি শির্কে আসগরে নিমজ্জিত হবে।আর কবর ও মাজার যেহেতু শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য

স্থান, সেহেতু সেখানে সদকা করার কোনো বৈধতা নেই।যেহেতু শরীয়তে মাজার নির্মাণ অবৈধ এবং মাজারে দান করাও অবৈধ,তাই মাজারের অবৈধ টাকায় সেখানে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও অবৈধ।

মাজারে টাকা দান করা যেহেতু হারাম,সুতরাং সেখানে কোন ফকির,মিসকিন ও ভবঘুরে লোকদেরও ভিড় জমাবার কোনো আবশ্যকতা নেই।সাধারণত মাজারে যারা দান করে তারা এ দানের মাধ্যমে মাজারস্থ অলির সন্তুষ্টি লাভ করে।
তার নিকট থেকে বা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে তাদের দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ সাধনের জন্যই তা দান করে।এ জাতীয় দান ও কামনা শির্কে আকবরের অন্তর্গত।কাজেই সদকা দানের ক্ষেত্রে শির্ক থেকে বাঁচতে হলে যে সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অলিদের মাজার কেন্দ্রিক নয়,কেবল সেখানেই সদকা করতে হবে।

দান সঠিক হওয়ার জন্য আরো কিছু শর্ত:

★নিয়ত:দান করার সময় নিয়ত শুদ্ধ হওয়া জরুরী।দান করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মানুষের প্রশংসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে তা দান হিসেবে গন্য হবে না।

★দানের পরিমাণ:দান করার পরিমাণ যেন কম না হয়।তবে ফরয যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।দান করার সময় নিজের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত।

★দানের সময়:দান করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই তবে রমজান মাসে দান করা উত্তম।এ ছাড়া বিপদ-আপদে দান করা উত্তম।

★সম্পদের মালিকানা:দান করা সম্পদের মালিক হতে হবে।অন্যের সম্পদ দান করা যাবেনা।

★দানের বস্তু:দান করা বস্তুটি হালাল হতে হবে।হারাম সম্পদ দান করা যাবে না।

★গ্রহীতার যোগ্যতা:দান গ্রহীতা যেন দান গ্রহণের যোগ্য হয়।যেমন:দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ,মিসকিন ইত্যাদি।

★ দানের পদ্ধতি :দান করার সময় যেনো কোন অহংকার বা গর্ব প্রকাশ না পায়।দান করতে হবে গোপনে।

★দানের ফলাফল:দান করার মাধ্যমে দুনিয়াতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আখিরাতে সওয়াব লাভ হয়।

দান সদকা করার জন্য ধনী হওয়া জরুরী নয়,যেই যা পারে তাই দান করতে পারে।

দান সদকা করার কিছু উপায়:
★দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সাহায্য করা।
★অভাবগ্রস্থ পরিবারকে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা।
★মসজিদ,মাদরাসা ও হাসপাতাল নির্মাণে সাহায্য করা।
★প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা।
★অনাথ ও এতিমদের জন্য সাহায্য করা।

১৪.আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফযিলত :

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুখারি শরিফের আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়,দানে অযাচিত ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থাকা যায়।হযরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো।তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

অত:পর তিনি বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন।কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না।কাজেই যখন তোমরা তা

দেখতে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে আর সালাত আদায় করবে ও সদকা প্রদান করবে।[বুখারী-১০৪৪]

হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়,তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়া হতে সদকা রয়েছে।

দান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম:

আল্লাহ বলেন-" যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে,তার দান আল্লাহর কাছে কবুল হয়।"[সূরা বাকারা:২৬৫]

অর্থাৎ যখন মানুষ নি:স্বার্থভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে,তখন আল্লাহ তা কবুল করে নেন এবং এর বিনিময়ে অগণিত পুরস্কার দান করেন।

জান্নাতের নিশ্চয়তা:যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং এরপর কোন রকম কৃতজ্ঞতা বা কষ্টের কথা প্রকাশ করে না,তাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান রয়েছে,তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দু:খিত হবে না।

সওয়াব বৃদ্ধি :আল্লাহ তায়ালা প্রতি দানকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা তার প্রতিদান আরো বাড়িয়ে দেন।

অন্তরের প্রশান্তি:যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে,সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। দানকারীর হৃদয় প্রশান্ত থাকে,আত্মগ্লানি দূর হয় এবং আল্লাহর নিকট সম্মানিত হয়।

আল্লাহর রাস্তায় দান করা কেবল অর্থ ব্যয় নয় বরং এটি ঈমানের প্রকাশ,পরকালীন প্রস্তুতি এবং মানবতার সর্বোত্তম নিদর্শন। দান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মহান পথ যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে।তাই আমাদের উচিত নিয়মিতভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করা।

১৫.মসজিদে দান করার ফযিলত:

মসজিদে দান করার বা মসজিদ নির্মাণ করার ফযিলত অপরিসীম।মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্যে থেকে অন্যতম একটি হাদিস হলো,

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে,মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।”[বুখারি:৪৫০]

মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্যে অন্য আরেকটি হাদিস হলো-হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-মু্‌মিনদের যে সমস্ত আমলের ধারা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো-
১.সেই ইলম যা সে প্রসার করে গেছে।
২.রেখে যাওয়া নেক সন্তান।
৩.রেখে যাওয়া কুরআনের কপি।
৪.তার নির্মাণকৃত মসজিদ।
৫.তার নির্মাণ করে যাওয়া মুসাফিরখানা।
৬.তার স্থাপন করে যাওয়া নলকূপ।
৭.ওই সদকা যা সে বেঁচে থাকতে করে গেছে।

মসজিদ নির্মাণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত।
লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা। [আবু দাউদ-৪৪৯]।
তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করা।কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করা।মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে।মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে।

হযরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার আর তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"
[আবু দাউদ-৪৫৫]

মসজিদের দান করার ফযিলত সম্পর্কে আরো কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো-

"মসজিদে দান করলে সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।"[বুখারী-৪৫০]

"মসজিদে দান করলে গুনাহ মাপ হয়। "[তিরমিজি-৬১৪]

"মসজিদে দান করলে দোজখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"[তিরমিজি:৬১৫]

মসজিদে দান করার কিছু উদাহরণ-
★মসজিদের নির্মাণ কাজে দান করা।
★মসজিদের আসলি ও উপকারণে দান করা।
★মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেয়া।
★মসজিদের অন্যান্য খরচের জন্য দান করা।
★মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিজের শ্রম দান করা।
★মসজিদকে সুগন্ধিময় রাখার জন্য সুগন্ধি বস্তু দান করা।
★মসজিদে ইফতারকারী রোজাদার ব্যক্তিদের জন্য ইফতার দান করা।
★মসজিদে টুপি,তাসবি ও জায়নামাজ দান করা।

সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদের পরিবেশ যাতে কোলাহলমুক্ত,গীবতমুক্ত ও নোংরামুক্ত থাকে,সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে মসজিদের আদাব রক্ষা করার ও মসজিদে দান করার তৌফিক দিন।আমীন।

১৬.রমজানে **দান করার ফযিলত :**

মাহে রমজান মানুষকে দানশীলতা,বদান্যতা, উদারতা ও মহত্বের শিক্ষা দেয়।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবকূলের মধ্যে সর্বাধিক উদার ও দানশীল ছিলেন।রমজানের অন্যতম আমল হলো দান-সদকা। তাই রোজাদার ব্যক্তিকে ইবাদতে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তির পথ প্রশান্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।দানশীলতা ও বদান্যতা একটি মহৎ গুণ।ইসলাম যেমন দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে,তেমনি পরনির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছে।রমজানে রোজাদারগণ রোজা পালনের মাধ্যমে দানশীল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়।হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত।তিনি বলেন–

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন।আর রমজানে হযরত জিবরাইল আ: যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন।রমজান মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই হযরত জিবরাইল আ: তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। হযরত জিবরাইল আ: যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।[বুখারী-১৯০২]

রমজান মাসে বেশি বেশি দান করা:

রমজান মাসে প্রতিটি আমলের সওয়াব যেহেতু সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়,তাই এই মাসে এক টাকা দান করলে সাতশ টাকা দানের সওয়াব আশা করা যায়।এজন্য রমজানকে দানের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা রয়েছে।আর তাই তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন রমজান মাসে দান ও বদান্যতার হাত সম্প্রসারিত করতে।হাদিসেও রমজান মাসকে হাম-দরদি বা ‘সহানুভূতির মাস’বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

রমজানের অন্যতম আমল হলো দান-সদকা।তাই রোজাদার ব্যক্তিকে ইবাদতে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা দান-সদকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

“যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল;আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।”
الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
[ইমরান-১৩৪]

রহমতের মাস রমজানে প্রত্যেকের জন্য বরকতময় আমল হলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করা।আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

“তোমরা কখনও নেকি পাবে না,যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ করো।আর তোমরা যা কিছু দান কর আল্লাহ তা জানেন।
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ۬ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ
[আলে ইমরান:৯২]

এই আয়াত যখন নাযিল হয়,সাহাবাগণ কিভাবে উত্তম বস্তু দান করায় লেগে পড়েছিল তা নিম্নের ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়।হযরত আনাস ইবনে মালিক রা: বলেন,মদীনায় আনসারগণের মধ্যে হযরত আবু তালহা ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি।তাঁর সবচাইতে বেশি খেজুর বাগান ছিল।সমস্ত বাগানের মধ্যে ‘বাইরুহা’ নামক বাগানটি ছিলো তাঁর অধিক পছন্দনীয়।বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বাগানে প্রায় আসা যাওয়া করতেন।সেই বাগানে অবস্থিত একটি কূপের পানি খুবই উত্তম ও সুপেয় ছিলো।তিনি তা পান করতেন।

হযরত আনাস রা: বলেন,যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন আবু তালহা রা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে নিবেদন করলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, “যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয়

বস্তু(আল্লাহর রাহে)খরচ করবে,ততক্ষণ তোমরা সওয়াবের অধিকারী হবেনা।”আর আমার প্রিয় বস্তু হলো ‘বাইরুহা’ নামক এই বাগানটি।আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম।এর বিনিময়ে আমি নেকির আশা রাখি এবং এটা আল্লাহর নিকট এই উদ্দেশ্যে জমা রাখছি।সুতরাং আপনি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা কবুল করুন।

অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহবা!এটা অত্যন্ত লাভজনক বিনিয়োগ।তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ আমি তা শুনেছি।আমার মনে হয়,তুমি এই বাগান তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।অতএব,আবু তালহা রা: তার আত্মীয় স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।”
[মুয়াত্তা মালিক;অধ্যায়-১৮৭৩]

ইমাম মুসলিম রা: বর্ণনা করেছেন-এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বললেন,হে আল্লাহর রাসূল!এটি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে দিলাম।তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামত দিবসে তুমি এ জন্য সাতশটি উট প্রাপ্ত হবে।”[মুসলিম-১৫০৫]
রব্বে কারীম আমাদের রমজানে বেশি বেশি দান করার তাওফিক দিন।

১৭.কাদেরকে দান করব?

সাধারণভাবে গরিব-অসহায় মানুষকে জনকল্যাণকর কাজে এবং দ্বীনের প্রয়োজনে সাহায্য করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।তবে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গরিব এতিম ও অসহায় মানুষের উদ্দেশ্যে দান করা অধিক উত্তম।এদেরকে দান করলে দুধরণের সওয়াবের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।যেমন:রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–
দরিদ্রকে দান করলে কেবল সদকার সাওয়াব মেলে।আর আত্মীয়কে দান করলে সদকার সওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়।
[ইবনে মাজাহ:১৮৪৪]

কাদের দান করা উচিত–

★আত্মীয় স্বজন:প্রথমত নিজের দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়দের দান করা উচিত।এর মধ্যে বাব-মা,ভাই-বোন এবং শ্বশুর-শাশুড়িসহ অন্যান্য আত্মীয়রাও অন্তর্ভুক্ত।

★প্রতিবেশি:প্রতিবেশিদের মধ্যে যারা অভাবী,তাদের দান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

★গরিব ও অসহায়:যারা সামাজিকভাবে দুর্বল ও অভাবের মধ্যে দিনযাপন করছে,তাদের সাহায্য করা উচিত।

★ভিক্ষুক:যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে,তাদেরও দান করা যেতে পারে।

★সেবামূলক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:যেমন: মসজিদ,মাদরাসা বা অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করা যেতে পারে।

★সদকায়ে জারিয়া:এমন কিছুতে দান করা ভালো যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।যেমন-কোনো ছাত্রের পড়াশুনার খরচ দেওয়া বা কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা।

★প্রকৃত হকদার:দান করার সময় নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আপনার দান যেন প্রকৃত অভাবীর কাছে পৌঁছায়।

★বিধবা ও এতিম:সমাজের বিধবা মহিলা ও বাবা-মা হারা এতিমদের দান করা উচিত।

ফরয দানের ক্ষেত্রে :

★ফকির(দরিদ্র)

★মিসকিন(অভাবগ্রস্থ)

★যাকাত আদায়কারী

★মুআল্লাফাতুল কুলুব(নতুন ইসলাম গ্রহণকারী)

★গোলাম আযাদ করার জন্য

★ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি

★আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী

★মুসাফির(পথিক)

১৮.কী পরিমাণ দান করা যায়:

আল্লাহ তায়ালা যাকে অর্থ সম্পদ দান করেছেন,সে যত বেশি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরিব অসহায় মানুষ,জনকল্যাণকর কাজ অথবা দ্বীনের সেবায় অর্থ দান করবেন,আল্লাহ তায়ালা তাকে তত বেশি সওয়াব দান করবেন।কেউ সুস্থ সবল স্বাভাবিক অবস্থায় চাইলে তার জীবন পরিচালনা এবং তার স্ত্রী পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খরচ ছাড়া তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়ার অধিকার রাখে।এতটা উচিত নয় যে,সব কিছু দান করার পর সে নি:স্ব হয়ে যায়।তবে যদি সে শারীরিকভাবে অর্থ-উপার্জনে সক্ষম হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আল্লামা আব্দুল আজিজ বিন বায রাহ: কে প্রশ্ন করা হয়- এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা উত্তম নাকি সম্পূর্ণ সম্পদ?তিনি বলেন–

“যা তার উপকারে আসবে তা তাকে অবশ্যই রাখতে হবে।সব সম্পদ দান করবেনা।”যেমনটি তিনি কাব রা: কে বলেছিলেন,“তুমি তোমার মালের কিছু অংশ রেখে দাও;তা তোমার জন্য উত্তম হবে।”[সুনানে নাসায়ী]

অত:এব যতটা সম্ভব দান করবে এবং এতটুকু রেখে দিবে যা দ্বারা সে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে এবং তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

তবে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থায় দান(ওসিয়ত)করতে চাইলে ইসলাম একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।আর তা হলো সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ। এর চেয়ে বেশি দান করা জায়েজ নাই।বরং এর চেয়ে কম হলেই ভালো।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে আমি প্রচন্ড রোগে আক্রান্ত হলাম। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সেবা-শয্যা করতে এলে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পত্তি কিন্তু আমার ওয়ারিশ হওয়ার মতো কেউ নেই একমাত্র মেয়ে ছাড়া।আমি আমার

সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ ওসিয়ত করব?তিনি বললেন,না।আমি বললাম,অর্ধেক?তিনি বললেন, না।আমি বললাম,তবে তিনভাগের একভাগ?তিনি বললেন,“তিনভাগের একভাগ!তিনভাগের একভাগই তো বেশি।সাদ,তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।এর চেয়ে তাদেরকে
সম্পদশালী করে রেখে যাওয়াই উত্তম।”[বুখারি ও মুসলিম]

এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম করা উওম।ইবনে আব্বাস রা: বলেন,মানুষ যদি সম্পত্তি ওসিয়ত করার ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশে নেমে আসত তবে উত্তম হতো।কেননা,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনভাগের একভাগ!তিনভাগের একভাগই তো বেশি।”[বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং দান করার ক্ষেত্রে নিয়ত শুদ্ধ রেখে সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদের এক চতুর্থাংশ দান করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯.দান সদকা করার সময়:

ইসলামে দান সদকা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই।তবে কিছু সময় দান সদকা করা উত্তম :

★রমজান মাস:রমজান মাসে দান সদকা করা উত্তম। এ মাসে দান সদকা করার সওয়াব বেশি।রমজানে একটি আমলের সওয়াব অন্য মাসের তুলনায় সাতশ গুণ বেশি বৃদ্ধি করা হয়।তাই এই মাসের প্রতিদিনে কম হলে ১০ টাকা করে হলেও দান করা উচিত।

★বিপদ-আপদে:বিপদ আপদে দান সদকা করা উত্তম। এ সময় দান সদকা করলে আল্লাহর রহমত লাভ হয়।কেউ অসুস্থ হলে জানের (মুরগী/ছাগল)সদকা করা ভালো।এই উসিলায় দোয়া করা যে,“আল্লাহ! তুমি জানের বদলে জান ফিরিয়ে দাও।”বা কেউ কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে শোকরিয়া স্বরূপ এরূপ দান করা উত্তম।

★শুক্রবার:শুক্রবার দোয়া কবুলের দিন,জুমার দিন।তেলাওয়াত, ইস্তেগফার ও দরুদ পাঠের দিন।এ দিনে জুমার নামাজের আগে দান করা অতি উত্তম।

★যে কোন সময়:যে কোন সময় দান সদকা করা যায়।চাইলে সকালবেলা দান সদকা করার মাধ্যমে দিনের শুরু করা যায়। দান-সদকার মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল দিয়ে যদি দিনটি শুরু করি আল্লাহ চাহে তো সব ধরণের অনিষ্ট হতে পুরো দিন নিরাপদ থাকতে পারি।আসল কথা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা।

★নির্দিষ্ট কিছু পাওয়ার জন্য দান করা:আমরা প্রাত্যাহিক জীবনে প্রত্যেকটা কিছু পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি।আমাদের দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার নিয়ত রেখে যদি দোয়া করার পাশাপাশি প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা সম্পদ দান করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আশা করা যায় আমাদের দোয়াগুলো দানের উসিলায় আল্লাহপাক দ্রুত কবুল করে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।অবশ্যই দোয়াতে হালাল কোন চাওয়া থাকতে হবে।

দান সদকা করার সময় কিছু বিষয় মেনে চলা উচিত:

গোপনে দান করা:দান-সদকা গোপনে করা উত্তম। ডান হাত দান করে অথচ বাম হাত জানেনা,পৃথিবীতে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো কিছু নেই।

অহংকার না করা:দান-সদকা করার সময় অহংকার না করা উচিত।কারণ প্রকৃত সম্পদের মালিক আল্লাহ।আমাকে দান করার তাওফিক দিয়েছেন এটা আমার জন্য তাঁর রহমত।

দান গ্রহীতাকে অপমান না করা:দান গ্রহীতাকে কখনো অপমান করা উচিত নয়।কখনো খোঁটা দিয়ে কথা বলা উচিত নয়।গ্রহীতার মনে কষ্ট পেলে দান আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে না।

২০.দ্বীনের কাজে অর্থ ব্যয়ের ফযিলত:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُوْنَ وَ یُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَیْعِكُمُ الَّذِیْ بَایَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۱۱﴾

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التورىة و الانجيل و القران و من اوفى بعهدهٖ من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم بهٖ و ذلك هو الفوز العظيم ﴿۱۱۱﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।[সূরা তাওবা -১১১]

মানবজীবনের উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াবি অর্জন নয়,বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মূল লক্ষ্য।দ্বীনি কাজে দান ও সদকা সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উত্তম মাধ্যম।

দ্বীনি কাজে দান মানে কী:

দ্বীনি কাজে দান বলতে এমন কাজে খরচ করা বোঝায় যা ইসলামের প্রচার প্রসার,শিক্ষা,মানবকল্যাণ ও ইবাদাতের পরিবেশ তৈরি করে।যেমন:মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ,কুরআন শিক্ষা সহায়তা,গরিব মুসল্লিদের সাহায্য,দ্বীনি শিক্ষা কার্যক্রমে অনুদান ইত্যাদি।এগুলো আল্লাহর পথে দান হিসেবেই গণ্য হয়।

দানের সঠিক মানসিকতা:

দ্বীনি কাজে দান করার সময় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করতে হবে।স্বার্থের জন্য দান করলে তাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না।কুরআনে বলা হয়েছে–

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰی ۙ كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا یَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ

“যারা তাদের দান করে লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা, তাদের উদাহরণ সেই পাথরের মতো,যার উপর মাটি ছিল,কিন্তু বৃষ্টিতে তা ধুয়ে গেছে।ফলে কিছুই অবশিষ্ট রইল না।”[সূরা বাকারা-২৬৪]

দ্বীনি কাজে অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ:

★মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার:মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নে দান করা।যাতে আল্লাহর বান্দাগণ আরামের সাথে সুন্দরভাবে তাদের অন্যতম ফরয ইবাদাত সালাত কায়েম করতে পারে।

★মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:মাদ্রাসা, স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনায় দান করা।শিক্ষা মানুষের মৌলিক আর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা ফরয।এই ফরয জ্ঞান যাতে মানুষ সহজে ও সুন্দর পরিবেশে অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

★দরিদ্র ছাত্রদের জন্য :দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা,খাদ্য,বস্ত্র ও অন্যান্য খরচের জন্য দান করা।যেমন-কোনো মা যদি তার ছেলেকে আলেম হাফেজ বানাতে চায় কিন্তু তার সামর্থ্য নেই, উক্ত ছেলের পড়াশুনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা।

★দাওয়াত ও তাবলীগ:দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা ওয়াজ মাহফিল,বিভিন্ন সভা-সেমিনার ইত্যাদিতে দান করা।যাতে মানুষ বক্তার দ্বীনি আলোচনা শুনে গোমরাহি থেকে আলোর পথে ফিরে আসে।

★হজ্জ ও উমরাহ:হজ্জ ও উমরাহ পালনে দান করা।কোনো সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করেন আল্লাহর ঘর কাবা ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ স্বচক্ষে দর্শন করতে,কিন্তু তার সামর্থ্য নেই।এরূপ ব্যক্তিকে উক্ত কাজে সহায়তা করা।

★কুরআন ও দ্বীনি কিতাব বিতরণ:কুরআন,হাদিস,ফিকহ,

তাফসির ইত্যাদি দ্বীনি কিতাব ও ইসলামিক বই যা পাঠ করলে দ্বীনি ইলম অর্জন হয় এরূপ কিতাবাদি বিতরণ করা যাতে মানুষ কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে।

★ইসলামিক গবেষণা:ইসলাম ধর্ম,ইতিহাস,সংস্কৃতি, আইন,দর্শন,বিজ্ঞান, অর্থনীতি,সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করার কাজে দান করা।যাতে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শকে বুঝে ইসলামের আলোকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।

★জিহাদের প্রস্তুতি:জিহাদের জন্য দান করা একটি মহৎ কাজ।জিহাদের জন্য দান করার মানে হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করা,যাতে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হয়।মুজাহিরদের জন্য দান করা, জিহাদের সরঞ্জাম -যেমন:অস্ত্র, গোলাবারূদ,খাদ্য,পানি ইত্যাদি সরবরাহের জন্য দান করা।মুজাহিদদের পরিবারের জন্য দান করা, যারা জিহাদে গিয়ে তাদের পরিবারকে রেখে গেছেন,জিহাদের প্রস্তুতির জন্য দান করা, যেমন-সামরিক প্রশিক্ষণ,গোয়েন্দা কার্যক্রম ইত্যাদি।জিহাদ নিজ দেশে হোক বা ভিন্ন দেশে।

★ইমাম ও মুয়াজ্জিনের পরিবারে দান করা:মসজিদের ইমাম,মুয়াজ্জিন,খাদেম,মালী তাদের পরিবার যদি অসচ্ছল হয়,যাদের বক্তব্যে মানুষ শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে পারে,তাদের পরিবারে দান করা।

★কনভার্টেট মুসলিম:যারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভিন্ন ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়,তাদেরকে দান করা।যাতে তারা সুন্দরভাবে দ্বীনের প্রেকটিস করে প্রেকটিসিং মুসলিম হয়ে জীবনযাপন করতে পারে।

আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ-সম্পদ দান করার তাওফিক বাড়িয়ে দিন।আমীন।

২১.দান সদকার অদৃশ্য প্রভাব:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

الذين ينفقون اموالهم باليل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴿۲۷۴﴾

যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। অতএব, তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[সূরা বাকারা-২৭৪]

গ

দান সদকার এক অদৃশ্য প্রভাব আছে।অদৃশ্য থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়।এ কারণে যে কোন বিপদ-আপদে সদকা করার কথা বলা হয়েছে।

ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেছেন,বিপদ-আপদ প্রতিহতের ক্ষেত্রে সদকার বিশেষ প্রভাব আছে।এমনকি কোন পাপাচার,জালিম কিংবা কাফিরও যদি সদকা করে,আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা তার থেকে বিপদ দূর করে দেন।আর যুগ যুগ ধরে এটা পরীক্ষিত সত্য।

ইমাম বায়হাকি রহ. পানি দানের এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন।বিখ্যাত হাদিসবিশারদ হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি রহ.এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।তাঁর চেহারায় ফোসকা উঠে ভরে গেছে।অনেক ধরণের চিকিৎসা করেছেন,কোন কাজ হয়নি।

এভাবেই বছর অতিক্রম হলো।একদিন তিনি তার উস্তাদ আবু ওসমান সাবুনি রহ.এর কাছে আবেদন করলেন,জুমার দিন তার জন্য যেনো দোয়া করা হয়।তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন।আর মানুষজন তার সঙ্গে আমিন আমিন বললেন।পরের জুমায় এক নারী একটি পত্র পাঠালেন।পত্রটিতে লেখা ছিল-গত সপ্তাহে জুমা আদায় করে ঘরে যাওয়ার পর ওই রাতে হাকিম আবু আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করেছেন।পরে স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন।তিনি(রাসূল)বলেছেন,আবু আবদুল্লাহকে বলে দাও, সে যেন মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে।হাকিম আবু সেই চিঠি পেয়ে তাৎক্ষণিক একটি কূপ খনন

করার নির্দেশ দেন।কূপ খনন করে সেখানে একটি বরফ খন্ড রেখে দেন।এরপর তা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।সপ্তাহ পেরোতেই তিনি পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন।তার চেহেরা আগের মতো হয়ে যায়।
[শুআবুল ঈমান-৫/৭০]

এ জন্য যেকোনো ধরণের বিপদ আপদ দূর করতে সদকা করার বিকল্প নেই।প্রত্যেকেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী অল্প হলেও সদকা করা উচিত।যার অল্প আছে সে অল্প সদকা করবে,যার বেশি আছে সে বেশি সদকা করবে।আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,হে আল্লাহর রাসূল!কোন ধরণের দান বেশি উত্তম?
তিনি বলেন,সামান্য সম্পদের মালিক নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যা দান করে এবং নিজের পোষ্যদের থেকে শুরু করে।
অর্থাৎ,নিজ শ্রমে উপার্জিত সামান্য সম্পদ থেকে যে দান করা হয় সেটাই সবচেয়ে উত্তম।

২২.উপসংহার:

দান সদকা শুধু অভাবীদের সহায়তা নয়;বরং এটি ঈমানের প্রকাশ,আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম।ইসলামে দানকে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছ যে,দানকারীদের জন্য জান্নাতের বিশেষ প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কুরআন হাদিসের আলোকে বলা যায়– দান ও সদকা হলো ইসলামী সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি,মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

দান-সদকা শুধুমাত্র পার্থিব বা অপার্থিব উপকারিতা দেয় না;বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ বয়ে আনে।তাই ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দান-সদকার এক অদৃশ্য প্রভাব আছে।অদৃশ্য থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়।পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান করার তাওফিক দিন এবং আমাদের দানগুলো কবুল করে নিন।আমীন।

তথ্যসূত্র:

*পবিত্র কুরআন মাজিদ

*পবিত্র হাদিস শরীফ

*ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

*মাসিক মদিনা

*মাসিক আল কাউসার

*দৈনিক কালের কণ্ঠ